ডিজিটাল লাইফ

মোবাইল সেট একটি লাইন একাধিক...

একটেল প্রতি সেকেন্ডে পালস সুবিধা দিচ্ছে। বাংলালিংকের সিম কিনলে সঙ্গে ১০০০টি এসএমএস ফ্রি। কম মুল্যে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে ডিজুস। সিটিসেলে ১০০ মিনিট কথা বললে পরবর্তী ১০০ মিনিট টক টাইম ফ্রি। টেলিটকে টিএন্ডটি ইনকামিং সম্পূর্ণ ফ্রি- এতোসব অফারের মাঝ থেকে কোনটা বেছে নেবেন আপনি? দেশের পাঁচটি মোবাইল অপারেটর প্রতিনিয়তই দিচ্ছে এরকম হাজারো অফার। এত্তোসব সুবিধার কথা জেনে মোবাইল ব্যবহারকারীদের অবস্থা হচ্ছে ত্রাহি মধুসূদনের মতো। বর্তমানে বেশির ভাগ মোবাইল ব্যবহারকারীরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন অপারেটরের একাধিক সিম। সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে এরকম একাধিক সিম কেনা হয়। বেশির ভাগ ব্যবহারকারীই এক হ্যান্ডসেটের ওপর একাধিক সিম দিয়ে অত্যাচার করে। যখন-তখন সেট অফ করো, ব্যাটারি খোলো, সিম পরিবর্তন করো, তারপর আবার লাগাও- কত্তো ঝামেলা! মোবাইল ব্যবহারকারীদের এতোসব ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে এক সেটে একাধিক সিম ব্যবহারের প্রযুক্তি। বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একটি মোবাইল হ্যান্ডসেটে ২ থেকে ১৬টি পর্যন্ত সিম তথা লাইন লাগানো যায়। একাধিক সিম ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলোতে ব্যবহার করা হয় সিম ট্রে, মাস্টার সিম, সিম ডাটা ট্রান্সফার ইত্যাদি। আর এসব পদ্ধতির হার্ডওয়্যার আমদানি করা হয় চায়না ও তাইওয়ান থেকে।

টপ টুইন কার্ড : ডাবল সিম লাগানোর জন্য সবচেয়ে স্বল্প খরচের উপায় এটি। টপ টুইন কার্ডে দুটি সিমের জন্য আলাদা ট্রে থাকে। ট্রের সঙ্গে একটি মাস্টার সিম ক্যাবল দিয়ে সংযুক্ত থাকে। এই কার্ড ব্যবহারকারীরা ট্রেতে সিম দুটি প্রবেশ করায়। এরপর ক্যাবল দ্বারা সংযুক্ত মাস্টার সিমটিকে হ্যান্ডসেটের সিম বক্সে ঢোকানো হয়। সিম দুটি সেট করার পরে মোবাইল অন-অফ করে লাইন বদলাতে হয়। অর্থাৎ প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে যেতে হলে হ্যান্ডসেট একবার অফ করে আবার অন করতে হবে। টপ টুইন কার্ডের মূল্য ১২০ টাকা। টপ টুইন কার্ড সম্পর্কে সায়েম টেলিকমের স্বত্বাধিকারী মোঃ কামাল হোসেন জানান, 'এই পদ্ধতি ব্যবহার করলে সেটের ব্যাক কভার ভেঙে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সেটের ভেতরে সংযুক্ত অতিরিক্ত সিম ট্রে পেসার তৈরি করে। পাশাপাশি সিম ট্রে এবং মাস্টার সিমের মধ্যকার ক্যাবলটিও অনেক সময় ছিঁড়ে যায়। এসব কারণে ডাবল সিম লাগানোর এই পদ্ধতিটির স্থায়িত্ব কম।' টপ টুইন সিম কার্ড শুধু নির্দিষ্ট মডেলের কয়েকটি নকিয়া ফোনসেটে ব্যবহার করা যায়।

ঘোস্ট ডুয়েল সিম : প্রথমত এই পদ্ধতিতে সিম কার্ড কাটতে হবে। আঁতকে ওঠার মতো কোনো কারণ নেই। সিম কার্ড মেশিনের সাহায্যে নিখুঁতভাবে কাটা হয়। তাই পরবর্তীতে তা আবার প্লাস্টিক বডির সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। ঘোস্ট ডুয়েল সিম পদ্ধতি সাজেম ও টিসিএল ছাড়া অন্য সব ব্র্যান্ডের সেটে ব্যবহার করা যায়। ঘোস্ট ডুয়েল সিমের মূল্য ৩০০ টাকা। কেনার পর ব্যবহারকারী তার পছন্দমতো দুটি সিম কেটে ঘোস্ট ডুয়েল সিমের মধ্যে লাগিয়ে নিতে পারবে।

জেনারেল ডাবল সিম : এই পদ্ধতিতেও পছন্দের অপারেটরের সিম কাটতে হয়। সুবিধা হচ্ছে জেনারেল ডাবল সিম পদ্ধতি যেকোনো সেটে ব্যবহার করা যায়। জেনারেল ডাবল সিম হার্ডওয়্যারের সঙ্গে সেটের সিম পকেট আকৃতির অতিরিক্ত প্লাস্টিক বডি রয়েছে। এই প্লাস্টিক বডিতে কাটা সিম মাপমতো লাগানো যায় এবং এককভাবে ব্যবহার করা যায়। জেনারেল ডাবল সিমের মূল্য ৪০০ টাকা।

জেনারেল ডাবল কার্ড : এই পদ্ধতিতে দুই ধরনের সিম পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে নরমাল এবং অন্যটি অটো। নরমাল কার্ডটি জিএসএম এবং সিডিএমের রিম কার্ড দুটোই সাপোর্ট করে। তাই আমাদের দেশের সিটিসেল মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য এই পদ্ধতিটি কার্যকর। এই পদ্ধতিতেও দুটি সিম কেটে লাগাতে হয়। তবে সিম দুটি অবশ্যই একই প্রযুক্তির হতে হবে। অর্থাৎ হয় জিএসএম অথবা সিডিএমে। জেনারেল ডাবল কার্ডের মূল্য ৪০০ টাকা। জেনারেল ডাবল কার্ড অটোর রয়েছে একটি বিশাল সুবিধা। এটি হচ্ছে লাইন পরিবর্তনের জন্য সেট অফ-অনের প্রয়োজন নেই। এটি হ্যান্ডসেটে লাগালেই হ্যান্ডসেটের মেন্যুতে ডুয়েল সিম নামে একটি অপশন আসে। এই অপশন ব্যবহার করলে প্রতি তিন মিনিট পর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাইন পরিবর্তন হয়ে যায়। জেনারেল ডাবল কার্ড অটো শুধু জিএসএম নির্ভর। এর মূল্য ৮০০ টাকা।

ম্যাজিক সিম : এটি সত্যিই ভয়াবহ! এই পদ্ধতিতে আপনি সর্বোচ্চ ১৬টি সিম তথা লাইন ব্যবহার করতে পারবেন। তবে সিম কাটতে হবে না। ম্যাজিক সিম পদ্ধতিতে একটি মাস্টার সিম থাকে। কম্পিউটার ব্যবহার করে এই মাস্টার সিমে অন্যান্য সিমের তথ্য কপি করে দিতে হয়। এজন্য ম্যাজিক সিমের হার্ডওয়্যার প্যাকেজের সঙ্গে কম্পিউটার সফটওয়্যার, ক্যাবল ইত্যাদি দিয়ে দেয়া হয়। এর সফটওয়্যার ব্যবহার করে মোবাইল ব্যবহারকারী বাসার কম্পিউটারে বসেই সিম কপি করতে পারবে। একেকটি সিমের তথ্য মাস্টার সিমে কপি হতে সময় নেয় এক ঘন্টা। মাস্টার সিমটি হ্যান্ডসেটে লাগানোর পরে মেন্যু বারে ডুয়েল সিম অপশন প্রদর্শন করে। এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের লাইনটি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। এজন্য হ্যান্ড সেট অফ-অন করার প্রয়োজন নেই। ১৬টি সিম কপি করার ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিক সিমের মুল্য ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকার মধ্যে। ম্যাজিক সিমের আরেকটি ভার্সন রয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ৬ সিমের ডাটা। এটির মূল্য ১৫০০ থেকে ১৮০০ টাকার মধ্যে। মোবাইল হ্যান্ডসেটে একাধিক সিম সংযুক্ত করা গেলেও একসঙ্গে একাধিক লাইন অ্যাকটিভ থাকবে না। প্রয়োজনের সময় যেকোনো সিম অ্যাকটিভ করে নেয়া যাবে। বাংলাদেশের ইস্টার্ন প্লাজাসহ প্রায় সব মার্কেটের মোবাইলের দোকানে একাধিক সিম লাগানোর পদ্ধতি পাওয়া যাচ্ছে। তবে অদক্ষ বা আনকোড়া লোক দিয়ে ডুয়েল সিম সেট করতে যাবেন না। কারণ তাতে সিম এবং সেট দুটোই নষ্ট হতে পারে।

মোঃ আরাফাতুল ইসলাম

ছবি: **লেখক**